যায়যায়দিন

তারিখ 2 8 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

সৈয়দপুরে একাদশ শ্রেণীর ভর্তিতে গলাকাটা রেট

সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

নীলফামারীর সৈয়দপুরের কলেজগুলোতে একাদশ শ্রেণীর ভর্তিতে রমরমা ভর্তি বাণিজ্য চলছে। অভিযোগ রয়েছে, বোর্ড নির্ধারিত ফির বাইরে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ইচ্ছামতো অর্থ আদায় করছে কলেজগুলো। আর বাড়তি অর্থ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্তি করতে গিয়ে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছেন। শিক্ষানুরাগী হিসেবে পরিচিত সৈয়দপুরে মোট নয়টি কলেজ রয়েছে। এসবের মধ্যে সাতটি সৈয়দপুর পৌর এলাকায় এবং অবশিষ্ট দুটি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। উপজেলার কলেজগুলোর মধ্যে তিনটি ডিগ্রি ও বাকিগুলো ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের। এগুলোর মধ্যে দুটি মহিলা কলেজ, একটি সরকারি এবং ছয়টি স্কুল সংযুক্ত কলেজ রয়েছে।

ভর্তি নিয়ে প্রায় প্রতিটি কলেজে বাণিজ্য চলছে। যদিও বোর্ড কর্তৃপক্ষ একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত একটি পরিপত্র ইতিমধ্যে কলেজগুলোতে পাঠিয়েছে। এ পত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে, কলেজগুলো একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিতে কোন খাতে কতো ফি আদায় করতে পারবে। এছাড়া বোর্ড নির্ধারিত ফির চেয়ে বাড়তি অর্থ নিলে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

তারা বোর্ডের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাত সৃষ্টি করে নির্ধারিত ফির কয়েকগুণ বেশি অর্থ আদায় করছে, যার পরিমাণ সর্বনিম্ন এক হাজার থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত।

যদিও বোর্ডের নির্ধারিত ফি ভর্তি ফরম ১০ টাকা, ভর্তি

বোর্ডের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাত সৃষ্টি করে নির্ধারিত ফির কয়েকগুণ বেশি অর্থ আদায় করছে

ব্যবস্থাপনা ও প্রসপেক্টাস ফি ৫০ টাকা, রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০ টাকা, ক্রীড়া ফি ২৫ টাকা, রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি ১০ টাকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ৭ টাকা। বোর্ড নির্ধারিত ফি অনুযায়ী একজন ছাত্রছাত্রীর ভর্তি হতে ১৫২ টাকা নেয়ার কথা। এর বাইরে শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি ২৫ টাকা, পাঠ বিরতি ফি ১০০ টাকা এবং বিলম্ব ভর্তি ফি ৫০ টাকা রয়েছে। তবে তা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভর্তি ফরম সরবরাহকালীন ফরমের দাম নিলেও ভর্তির সময় তা আবারো ধরা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বোর্ড ফি সর্বনিম্ন ১৫২ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩২৭ টাকা দাড়ায়।

কিন্তু কলেজগুলো নানা খাত দেখিয়ে ইচ্ছামতো অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। আর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে গিয়ে কলেজগুলোর মাত্রাতিরিক্ত অর্থ যোগান দিতে অভিভাবকরা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

অতিরিক্ত ফি আদায়ের ব্যাপারে শহরের একটি অভিজাত কলেজের অধ্যক্ষ জানান, বোর্ড নির্ধারিত ফি নিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানো সম্ভব নয়। কারণ একটি প্রতিষ্ঠান চালাতে অনেক ব্যয়, যা আমরা সরকারিভাবে পাই না। তাই শিক্ষা বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় এসব খাতে অর্থ আদায় করে গোটা বছর চলতে হয়। তবে আদায়কৃত অর্থের রসিদ দেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

হাজারীহাট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লুৎফর রহমান চৌধুরী বলেন, অতিরিক্ত অর্থ কি নেবো। আমার কলেজে যেসব ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে তারা নির্ধারিত বোর্ড ফিও দিতে চাচ্ছে না। নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে তাদের ভর্তি করতে হচ্ছে।